ব্যান্ডেল থেকে গ্রেফতার জে এম আই জঙ্গি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যান্ডেলঃ হুগলির ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে জামাত উল মুজাহিদিন ইন্ডিয়া অর্থাৎ জে এম আই জঙ্গি সংগঠনের সদস্যকে গ্রেফতার করল এস টি এফ। ধৃতের নাম হাজিবুল্লা। বছর ৫৭-র এই জঙ্গির খোঁজে অনেকদিন ধরে তল্লাশি চালাচ্ছিল এস টি এফ। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে। ধৃতকে সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়। চলতি বছরে ১৯ জানুয়ারি বুদ্ধগয়ার বিস্ফোরণ হয়। ওইসময় বুদ্ধগয়ার উপস্থিত ছিলেন দলাই লামা। জঙ্গিরা ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ছক কষে ছিল বলে জানা গেছে। বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে হাজিবুল্লার বিরুদ্ধে। এস টি এফ সূত্রে জানা গেছে, ওই বিস্ফোরণের জন্য বিস্ফোরক যোগাড়ে সহায়তা করেছিল হাজিবুল্লা। অনেকদিন ধরেই সে হুগলিতে লুকিয়ে ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, রবিবার রাত পৌনে ৯টা নাগাদ ব্যান্ডেল স্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করে এস টি এফ। সূত্রের খবর হাজিবুল্লা সামসেরগঞ্জ মডিউলের সদস্য। হুগলির বিভিন্ন জায়গায় সে জঙ্গি নিয়োগের কাজ করছিল।

অভাবকে জয় করে চিকিৎসক হতে চায় অরিন্দম ও রাহুল

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

অরিন্দম পাল

রাহুল কুণ্ডু

হুগলির গোঘাটের সীমান্তবর্তী পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা লাগোয়া হুগলির গোঘাটের বদনগঞ্জন-ফুলুই ২নং ব্লকের কোকন্দ কালিকা শিক্ষাসদনের দুই ছাত্র এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৬৪ নম্বর পেয়ে এলাকার মুখ উজ্জ্বল করল। দুজনেরই পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তারপরেও তারা নিজেদের মনের ইচ্ছা ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে এই সাফল্য পেয়েছে। ওই দুই ছাত্র হল অরিন্দম পাল ও রাহুল কুণ্ডু। অরিন্দমের স্বপ্ন সে চিকিৎসক হবে। এদিকে বাবার বয়স হয়ে গেছে। তিনি তাঁত চালিয়ে এতদিন সংসার চালিয়ে এসেছেন। এখন খুব একটা রোজগার নেই। তাই অরিন্দম চায় চিকিৎসক হয়ে পরিবারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে। পাশাপাশি সে চায় এলাকার মানুষের সুচিকিৎসা করা। অরিন্দম এবার বাংলায় পেয়েছে ৯৩, ইংরেজিতে ৮৬, অঙ্কে ৯৯, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৯, ইতিহাসে ৯০, ভূগোলে ৯৮। তার ইচ্ছা এখন বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করা। কিন্তু তার জন্য অর্থের প্রয়োজন। বাবা অসিত পাল তাঁতের কাজ করেন আর অনুষ্ঠান বাড়িতে রান্নার কাজ করেন। ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করার মতো আর্থিক সামর্থ তাঁর নেই। অরিন্দম বলে, কিভাবে আমার স্বপ্ন পূরণ হবে জানি না। তবে আমি ভগবানে বিশ্বাসী। ভগবান নিশ্চয়ই কোনও একটা কিছুর ব্যবস্থা করে দেবে। আমাকে ডাক্তারি করার সুযোগ করে দেবে। অরিন্দম আরও জানায়, আমার গৃহশিক্ষক ছিল না বলে দুলাল চট্টোপাধ্যায়, রাজীব নায়েক, শিবনাথ পিড়ি প্রমুখরা পড়াশোনার ব্যাপারে ভীষণ সহযোগিতা করেছে। তাঁরা না থাকলে এতভালো নম্বর পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না। খাতা, কলম থেকে শুরু করে বইপত্র সবই তাঁরা কিনে দিয়েছে। এছাড়া পড়াশোনার ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই ওনাদের কাছে সারাজীবন ঋণ হয়ে থাকব। বাবা অসিত পাল জানান, তাঁত আমাদের পূর্ব পুরুষদের পেশা। তাই বেশি দূর পড়াশোনা না করেই তাঁত বোনার কাজে নেমে পড়েছিলাম। মেয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। চারজনের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। আগের মতো তাঁত শিল্পের কদর নেই। এখন সিল্ক থেকে আরম্ভ করে সিন্থেটিক ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের শাড়ি বাজারে এসেছে। যার ফলে তাঁতশিল্পীদের এখন অনাহারেই দিন কাটাতে হচ্ছে। এদিকে ছেলে ডাক্তারি পড়তে চাইছে। তার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। অন্যদিকে এই স্কুলেরই ছাত্র রাহুল অভাব অনটনের মধ্যে দিয়েই সফল হয়েছে। তার বাবা বাসুদেব কুণ্ডুর কয়াপাটে একটি ঘড়ি মেরামতের গুমটি আছে। ওই কাজ করেই তিনি যেটুকু উপার্জন করেন তাতেই তাঁকে সংসার চালানো ও ছেলেদের পড়াশোনার পিছনে খরচ করতে হয়। ছোট ছেলে রোহিত ও স্ত্রীকে নিয়ে মোট চারজনের সংসার। রাহুলও অরিন্দমের মতো চিকিৎসক হতে চায়। বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাবার দুঃখের ভাগিদার হতে চায়। ছেলের সাফল্যে খুশি বাসুদেববাবু। তিনি জানালেন, জমিজমা নেই বললেই চলে। মোবাইল ফোনের প্রবণতা এতটাই বেড়ে গেছে যে বেশির ভাগ মানুষই ঘড়ি ব্যবহার করেন না। ফলে ঘড়ি কেনা বা মেরামত করার মানসিকতা সাধারণের মধ্যে নেই। তাই দোকানও ভালো চলে না। কিভাবে কি করব একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছি। তবে আমার আশা, মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই পাশে দাঁড়াবেন। এই গরিব ছেলের জন্য নিশ্চয়ই আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। তিনি আরও জানান, ছেলেকে ভালো গৃহশিক্ষক দিতে পারিনি। যেটুকু সহযোগিতা পেয়েছে স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের কাছ থেকে। এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা কিভাবে ছেলের স্বপ্নপূরণ করব তা ভেবে পাচ্ছি না।

অন্যদিকে রাহুল জানায়, স্কুলের শিক্ষক মহাশয়রা যেভাবে পড়াশোনার জন্য সাহায্য করেছেন তার জন্য তাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব। ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞান আমার ভালো লাগে। বড় হয়ে চিকিৎসক হতে চায়। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। তাই কেউ যদি আমার এই স্বপ্নপূরণে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে তাঁর কাছে ঋণ হয়ে থাকব। রাহুলের প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৯৮, ইংরেজিতে ৮১, অঙ্কে ৯৯, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, ইতিহাসে ৯৪, ভূগোলে ৯৭। কোকন্দ কালিকা শিক্ষাসদনের সভাপতি হরেরাম রায় এবং স্কুলের প্রধানশিক্ষক নারায়ণচন্দ্র ঘোষ বলেন, গরিব ঘরের মেধাবি ছাত্র ওরা। শিক্ষক মহাশয়দের কাছ থেকে সবসময় পড়া আদায় করে নেওয়ার প্রবণতা ছিল ওদের মধ্যে। ভালো নম্বর পেয়ে ওরা স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

হুগলি জুড়ে বিশ্বকাপ জ্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলিঃ দু'দিন পরেই রাশিয়ায় শুরু হয়ে মহারণ। ৩২টি দেশের মধ্যে শুরু হয়ে বিশ্বযুদ্ধ। এই বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে মাতবে গোটা বিশ্ব। সারা পৃথিবীর সঙ্গে বর্তমানে ফুটবল জ্বরে কাবু আপামর বাঙালিও। ইতিমধ্যেই নিজের নিজের প্রিয় দলকে নিয়ে বিভক্ত সকলেই। মহানগরীর পাশাপাশি মফঃস্বল থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তও মেসি, রোনাল্ডো, নেইমারদের ছবিসহ বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকায় ছেয়ে গেছে। চুঁচুড়ার সুকান্ত নগরের বিভিন্ন স্পোর্টস সের দোকানে সেই ছবি, পতাকা কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন ফুটবলপ্রেমিরা। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, স্পেন, জার্মানি, ফ্রান্স সব দেশের পতাকাই মিলছে এখানে।

পাশাপাশি নামি, দামি ফুটবলারদের ছবি সহ ফ্লেক্স কিনতে উপছে পড়েছে ৮ থেকে ৮০-র ভিড়। কয়েক ইঞ্চি থেকে শুরু করে প্রায় ২০ ফুটের পতাকাও মিলছে। সঙ্গে প্রিয় তারকাদের ছবিও পাওয়া যাচ্ছে। যা কিনতে এতটুকু কার্পণ্য নেই কারও। একবথায় আগামী ১ একমাস 'বাঙালির সেরা খেলা তুমি ফুটবল' উন্মাদনায় মাততে নেমে পড়েছে বাংলার মানুষ।

১০৯টি কচ্ছপসহ মহিলা গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যান্ডেলঃ হুগলির ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ১০৯টি বিরল কচ্ছপসহ গ্রেফতার করা হল এক মহিলাকে। ধৃতের নাম মালতি বিশ্বাস(৩৫)। বাড়ি বর্ধমান জেলার গাংপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার সকালে ব্যান্ডেল স্টেশনে ডাউন দুন এক্সপ্রেস থেকে ৪টি বস্তায় ১০৯ টি কচ্ছপসহ ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে ব্যান্ডেল জি আর পি। পরে পুলিশ কচ্ছপগুলিকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেয়।

সৈয়েদিয়া চ্যারিটিবেল ট্রাস্টের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুণ্ডাঃ হুগলির পুরুণ্ডার ঘোলদিগরুই দরবার শরিফে সৈয়েদিয়া চ্যারিটিবেল ট্রাস্টের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় বস্ত্রবিতরণ, সিয়াম এবং জাকাতের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়। ট্রাস্টের সভাপতি শিক্ষক সৈয়দ এহতেশাম মামুন বলেন, এই সংগঠন আগামী দিনেও দুঃস্থ ও পরিদ্র মানুষদের পাশে থাকার ব্রতী নিয়ে এগিয়ে চলেছে। দরবার শরীফের পক্ষ থেকে এবং এই ট্রাস্টের সম্পাদক আবু সালমান গাজিব বর্তমান রোজাকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান। সভায় আখেরী মোনাজাত করেন দরবার শরীফের পীর মৌলানা সৈয়দ আব্দুল হাই।

শিশুভবনকে টিউবলাইট ও পাখা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগরঃ হুগলির চন্দননগর প্রবর্তক আপনালয় দুঃস্থ ও আর্ত শিশুভবনের থাকার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৫টি এল ই ডি টিউবলাইট ও ৮টি নতুন পাখা তুলে দেওয়া হল। চন্দননগর ইউথ ফোরামের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচী রূপায়ণ করা হয় বলে জানা গেছে।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ত্রিবেণীঃ পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের আকাশ ছোঁয়া দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে হুগলির ত্রিবেণী কালীতলায় বাঁশবেড়িয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, মগরা পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি দেবব্রত বিশ্বাস, মগরা ব্লক তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি রঘুনাথ ভৌমিক, জেলা তৃণমূল সম্পাদক রাজা চ্যাটার্জী, বাঁশবেড়িয়া পৌরপ্রধান অরিজিতা শীল প্রমুখ। এই কর্মসূচীতে নেতৃত্বে দেন তৃণমূল সভাপতি অমিত ঘোষ।

চোখের জলে বিদায় দেবব্রতকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুরঃ হুগলির শ্রীরামপুরের প্রতিশ্রুতিবান ক্রিকেটার দেবব্রত পালের (২১) দেহ ময়নাতদন্তের পর সোমবার দুপুরে শ্রীরামপুরের ভট্টাচার্য বাগানে এসে পৌঁছলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার মাঠে অনুশীলন সেরে টেন্টে ফেরার সময় বজ্রপাতের কারণে মৃত্যু হয় দেবব্রতর। সোমবার দুপুরে তার দেহ ভট্টাচার্য বাগানের বাড়িতে নিয়ে আসা মাত্রই এলাকায় মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়েন। গোটা এলাকায় তখন কান্নার রোল। মৃতের বাবা-মা বাকরুদ্ধ। ছেলেকে হারিয়ে কথা বলার শক্তিটুকু চলে গেছে বাবা-মার। মৃতের পাশের বাড়ির প্রতিবেশি সন্ধ্যা ব্যানার্জী রবিবার দুপুরের পর থেকে মুখে কিছু তোলেনি। চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, পড়াশোনায় যেমন মেধাবী ছিল, সেরকম ক্রিকেটে পাগল ছিল ছেলেটা। সময় পেলেই

বাড়ির ছাদে ক্রিকেট খেলত। আর বল এসে পড়ত তাঁদের বাড়িতে। অন্যায় করে ফেলেছে এরকম মুখ করে বলত, কাকিমা বলটা দাও না। ওর কাকিমা ডাকটা এমন ছিল যে রাগ করতে পারতাম না। বলটা দিয়ে দিতাম। যদিও জানতাম আবার বল ফেলবে। আর আবার কাকিমা বলে ডাকবে না। ও যেখানেই থাকুক শান্তিতে থাকুক, বলতে বলতে ঘরে চলে গেলেন সন্ধ্যাদেবী। এরকম এলাকার বহু মানুষের স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে দেবব্রত। তাই চলে যাওয়ার আগে গোটা এলাকার মানুষকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিদায় নিল দেবব্রত।

লাগেজের জন্য ভাড়া, অভিযুক্ত ফেরিঘাট কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগরঃ লাগেজের ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে কোন্নগরে এক যাত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল ফেরিঘাট কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে কোন্নগর পুলিশ ফাঁড়িতে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জানা গেছে, দুপুরে বাংলাদেশের ঢাকা থেকে কোন্নগরের নবগ্রামে পিসির বাড়ি আসছিলেন তমা দাস ও তাঁর পরিবার। সঙ্গে ছিলেন তমার দাদা তথা কোন্নগরবাসী অলোক দাস। তাঁরা উঃ ২৪ পরগনার পানিহাটি থেকে কোন্নগর ফেরিঘাটে পৌঁছান। অভিযোগ, ফেরিঘাট থেকে বের হওয়ার সময় তাঁদের কাছ থেকে লাগেজের ভাড়া চান কর্মীরা। ছোট ব্যাগের জন্য কেন ভাড়া দিতে হবে এই প্রশ্ন তুলে ঘাট কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন অলোকবাবু। তখনই তাঁকে মারধর করে জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। যদিও কোন্নগর ফেরিঘাট কর্মীদের বক্তব্য, লাগেজের জন্য অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়নি। এমনকি মারধরও করা হয়নি।

খানাকুলে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুলঃ মানসিক অবসাদের জেরে আবারও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল হুগলির খানাকুল এলাকায়। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে খানকুলের কৃষ্ণনগর গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম খোকন প্রামানিক (৬০)। তাঁর বাড়ি ওই গ্রামেই। তিনি পেশায় দীনমজুর ছিলেন। এদিন সকালে নিজের বাড়ির চালের কাঠামোর সাথে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতের পরিবারের দাবি, গত বেশ কয়েকদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। তার জেরেই আত্মহত্যা করেন তিনি। খানাকুল পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আবর্জনার স্তূপ থেকে ভবঘুরেকে তুলে এনে সেবা যত্ন করছেন ঝলকু

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

বর্তমানে মানুষ নিজেদের কাজকর্ম, টাকা-পয়সা, সংসার নিয়েই ব্যস্ত। সমাজের অসহায় মানুষের কথা কেউ ভাবেন না। আর ভাববার সময়ই বা কোথায়? চারদিকে এখন যেভাবে খুনোখুনি আর হিংসার রাজনীতি চলছে তাতে কেউ আর ঝুঁকি নিতে রাজি নন। সাহায্য করতে গিয়ে নিজেই না বিপদে পড়ে যান এই আশঙ্কা এখন সবার মনেই কাজ করছে। কিন্তু তবুও খারাপ মানুষের মধ্যেই ভালো মানুষ আছেন। যাঁরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ভালো কাজ করে থাকেন। এমনই একজন হলেন ঝলকু রায়। তাঁর আদিবাড়ি বিহারে হলেও বাবার আমল থেকে প্রায় ৬০ বছর ধরে তাঁরা হুগলির আরামবাগ শহর সংলগ্ন পল্লীশ্রী এলাকাতে একটা ছিটেবেড়া ঘরে বসবাস করেন। স্ত্রী ছাড়া তাঁর ৫ ছেলে। দুই ছেলে লরির খালাসি। আর দুই ছেলে এখনও পড়াশোনা করছে। একেবারেই অভাবের সংসার ঝলকু নিজে দ্বারকেশ্বর নদীর রামকৃষ্ণ সেতু সংলগ্ন এলাকায় একটি ছোট চায়ের দোকান চালান। তবে তেমন খরিদ্দার না হওয়ায় খুব কষ্ট করে সংসার চালাতে হয়। কিন্তু সংসার অভাবের হলেও তার হৃদয় মনের মানবিকতার মধ্যে অভাবের কোনও চিহ্ন নেই। তাই অসহায় এক ভবঘুরেকে জঞ্জালের স্তূপ থেকে তুলে এনে নিজের কাছে রেখে ৩ মাস ধরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ঝলকু জানান, মাস তিনেক আগে তিনি দেখেন রামকৃষ্ণ সেতুর পাশে একটি মৃত ও বধির ভবঘুরে গায়ে চট চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। পরদিন সকালে ওই ভবঘুরেটি নদীতে স্নান করে তার চায়ের দোকানে হাজির হয়। সে ইশারায় ঝলকুকে খাবার চাইছিল। ঝলকু কোনও কিছু না ভেবেই ওই ভবঘুরেকে বিনা পয়সায় চা-বিস্কুট খেতে দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই খবর পান পাশের পাড়ায় ছেলেধরা সন্দেহে ওই ভবঘুরেকে মারধর করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিনি খুব কষ্ট পান। কিছুক্ষণ পর দুপুরের দিকে দেখেন ওই ভবঘুরে আবার তাঁর দোকানের কাছে এসে হাজির। সে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করে তার খুব খিদে পেয়েছে। ঝলকু তখন নিজের বাড়ি থেকে খাবার এনে তাকে দেন। অভাবের সংসার হলেও যেটুকু খাবার বেঁচেছিল তাই দিয়ে ভবঘুরের খিদে মেটান। তারপর দেখেন ভবঘুরেটি আবার সেতুর নিচে গিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন পিছু নেন ঝলকু। দেখেন সেখানে গিয়ে ওই ভবঘুরে দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনার স্তূপের উপর শুয়ে পড়েছে। খুব কষ্ট হয় ঝলকুর। তাই তিনি এরপর তাঁকে সেখান থেকে তুলে এনে স্নান করিয়ে ভালো পোষাক পরিয়ে নিজের দোকানে নিয়ে আসেন। তাঁকে ইঙ্গিতে বোঝান সে যেন এরপর থেকে তাঁর ওই দোকানেই থেকে যায়। সেই থেকেই ওই ভবঘুরের ঠিকানা ঝলকুর চায়ের দোকান। এরপর ঝলকু প্রতিদিন নিয়ম করে সকালে চা-বিস্কুট, দুপুরে এবং রাতে ভাত, তরকারি ওই ভবঘুরের জন্য ব্যবস্থা করেন। নিজের বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার তার মুখে তুলে দেন। শুধু ঝলকুই নন, তাঁর স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্যরাও ভালোবেসে ফেলেছেন ওই ভবঘুরেকে। সকলেই তার খেয়াল রাখেন। এই মাত্র তিন মাসেই ওই ভবঘুরে ঝলকুর পরিবারেই এক সদস্য হয়ে উঠেছে।

হতাশ জীবনে আশার আলো.....
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্ন দোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
মদ, গাঁজা, ড্রাগস, সিগারেট ও হেরোইন, ওটকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয় ☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ ☆রোগ থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগ
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
দমদম জংশন ইন্দিরা মঞ্চাদনের বিপরীতে প্রতি সোম ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
আরামবাগ গৌরহাটি মোড়
তারকেশ্বর কালীবাড়ির মাঠের পূর্বদিকে

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনস্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●নায়োপ্লি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।